তৃতীয় অধ্যায় | রীতিবাদ

"রীতিরাত্মা কাব্যস্য"

'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' ও 'কাব্যম্ গ্রাহ্যমলংকারাৎ' মত দুটি বিরুদ্ধবাদী মনীষীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। তখন অলংকারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর একদল আলংকারিক রীতিবাদের জন্ম দেন। রীতিবাদীদের মতে কাব্যের আত্মা অলংকার নয়, কাব্যের আত্মা হল রীতি। অলংকার ও রীতির মধ্যবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃত আলংকারিকেরা আর একটি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিষয়টি 'গুণ' নামে পরিচিত। আচার্য ভরত, ভামহ, দণ্ডী, এঁরা প্রত্যেকেই গুণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গুণ সম্পর্কে অতিরিক্ত আলোচনাই সংস্কৃতে রীতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। গুণ সম্পর্কে ভাবনার ফলশ্রুতিতে রীতিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্মান আলংকারিক বামনেরই প্রাপ্য। বামন কাব্যাত্মার সন্ধান করতে গিয়ে ক্রমশই অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমে কাব্যের গ্রাহ্যতার প্রসঙ্গে অলংকারের কথা বলে তিনি অলংকার বলতে সৌন্দর্যকে বোঝান। আবার এই সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি প্রচলিত অলংকার, গুণ, রীতি—এসব কিছুকেই ঠাঁই দিয়েছিলেন। তবে 'রীতি'র সঙ্গে সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও প্রচলিত অলংকারগুলির সঙ্গে রীতির কোনো সম্পর্ক নেই। অলংকারবাদের বিরোধিতা করেই রীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রীতিবাদীদের মতে অলংকৃত বাক্যমাত্রই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে, তার কারণ কাব্যের আত্মা হল রীতি—"রীতিরাত্মা কাব্যস্য।" এই রীতি আসলে পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, নির্দোষ অবয়ব সংস্থান। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত রীতির সঙ্গে ইংরেজি স্টাইলের একটি নিকট সম্বন্ধ আছে।

"অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়ব সংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান।"

এখন জানা দরকার অবয়ব সংস্থান বলতে আমরা কি বুঝি। ধরা যাক্ একজন মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়ছেন। তাঁর কাছে উপকরণ হিসাবে আছে কাদা বা মাটি। এই উপকরণটিকে তিনি মূর্তি রচনার কাজে লাগাবেন। উপকরণটি মূর্তি রচনার কাজে লাগালেও যথেচ্ছ উপকরণ ব্যবহার কখনই শিল্পীর লক্ষ্য হবে না। কারণ তিনি জানেন যে কোথায় কতটুকু মাটি দিলে মূর্তির সৌন্দর্য খুলবে। দর্শকের কাছে মূর্তিটি যাতে দৃষ্টিনন্দন হয়, তার জন্যে শিল্পীর আয়োজনের ত্রুটি থাকে না। তাই যিনি প্রথম শ্রেণীর মৃৎশিল্পী তিনি কখনই পৃথুলউদর, একটা হাত সরু, একটা হাত মোটা, কিংবা একটা চোখ বড় ও একটা চোখ ছোট—এমন মূর্তি গড়েন না। প্রকৃত শিল্পীর হাতে মূর্তির অবয়ব নিখুঁত হয়ে ওঠে। এই নিখুঁত অবয়বে উপযুক্ত স্থানে অলংকার যোজনা করলে মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে মূর্তির একটা হাত সরু এবং অপর হাত মোটা কিংবা একটি কান লম্বা এবং অপর কান বেঁটে সেই মূর্তিকে চুড়ি কিংবা দুল পরালে তার সৌন্দর্য তো খুলবেই না বরং তার বীভৎসতা বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে মূর্তির অবয়ব সংস্থানই হল মুখ্য, আর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া অলংকারগুলি হল গৌণ। মাটির

Scanned with CamScanner

মূর্তিটির ক্ষেত্রে অলংকারগুলি নির্দোষ অবয়বের আনুষঙ্গিক বস্তু হয়ে দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা কখনই অবয়বকে ছাপিয়ে উঠবে না। তাই মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখাবে না যদি তার অবয়ব সংস্থানের মধ্যে দোষ থেকে যায়।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই অবয়ব-সংস্থান, যা স্টাইল বা রীতি নামে পরিচিত, বিশিষ্ট পদরচনার ওপরেই তার সার্থকতা নির্ভরশীল। পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে শব্দ ও অর্থের নিপুণ সংযোজনা ও বিন্যাস চাতুর্যে। এর মধ্যে দিয়ে কবির অন্তরের স্বভাব ধরা দেয়।

'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' সূত্রের প্রবক্তা আচার্য বামনও রীতি বলতে পদরচনার বিশিষ্টতাকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর মতে পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে গুণযুক্ত হলে। পদ কীভাবে গুণময় হয়ে ওঠে তা বিচারের আগে 'পদ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে জেনে নেওয়া দরকার। আসলে 'পদ' কথাটির মধ্যে দিয়ে কাব্যদেহ বা কাব্যশরীরের ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ কবিতার শরীরই যদি না থাকে তাহলে তা কখনই কাব্য পদবাচ্য হয় না। এই শরীরকে কেন্দ্র করেই দোষ এবং গুণ আধারিত হয়। বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য মানব-শরীরের উদাহরণ টানা যেতে পারে। মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে তখন মানুষের চোখে মুখে এমনকি সারা শরীরে নানারকম মালিন্য লেগে থাকে। এই মালিন্যগুলিই হল শরীরের দোষ, ঠিক যেন কাব্যদোষের মত। তাই সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব মালিন্য বা শারীরিক দোষগুলি দূর করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না। এর জন্য আমরা সকালবেলা উঠে দাঁত মাজি, চোখে মুখে জল দি এবং শেষমেশ নির্মল জলে স্নান করে পরিশুদ্ধ হই। সকালবেলা বিছানা পরিত্যাগ করে মানুষের এত পরিশ্রম, পরিচর্যা ও প্রচেষ্টার একটাই উদ্দেশ্য হল শরীরটাকে দোষমুক্ত করা। স্নানান্তে দোষমুক্ত শরীরে আমরা যখন সুগন্ধী লেপন করি কিংবা নানা রকম প্রসাধনে নিজেদের ঝরঝরে করে তুলি তখনই আমাদের শরীরে গুণযুক্ত হয়। হলুদ, চন্দন, সুগন্ধী, আতর এগুলির যোজনা যেন মানব-শরীরে গুণের সংযোজন করা। এই গুণগুলিই মানুষকে নিমেষের মধ্যে বদলে দিয়ে নতুন করে তোলে।

কাব্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকাংশে একরকম। কাব্যকেও দোষমুক্ত করে গুণযুক্ত না করতে পারলে তা কখনই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। কাব্যের কায়া নির্মাণের জন্য কবি যে পদসন্ধান করেন তা নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সাধারণ পদ নয়। কাব্যে ব্যবহৃত পদ সব সময়েই গুণময় এবং গুণময় বলেই তা বিশিষ্ট। অর্থাৎ বিশিষ্ট পদ মাত্রই গুণময় পদ। কিন্তু পদ গুণময় হলেই তাকে রীতি বা কাব্য কোনোটাই বলা যাবে না। কবি মনে মনে একটি গুণময় পদ চিন্তা করলেন, কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করলেন না, তাহলে সেটি যেমন কাব্য হবে না, তেমনি তাকে রীতিও বলা যাবে না। রীতির সঙ্গে রচিত হয়ে ওঠার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ কাব্যদেহের অন্তর্গত পদগুলি গুণযুক্ত হলে এবং তা রচিত হলে তখনই তাকে আমরা রীতি বলতে পারবো। বিষয়টিকে সূত্রায়িত করলে দাঁড়ায় :

পদ (দেহ) + গুণ + রচনা = রীতি (বামনের মতে এটিই হল কাব্যের আত্মা)

ভারতীয় আলংকারিকগণ কাব্যের একাধিক গুণের কথা বলেছেন। এ রকমই কয়েকটি গুণ হল ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য, কান্তি, উদারতা, সমতা, শ্লেষ প্রভৃতি। কিন্তু এই গুণগুলির সঙ্গে

Scanned with CamScanner

রচনার কোনো সম্পর্ক নেই। কবিপ্রতিভার অধিকারী ব্যক্তি পদকে শুধু গুণময় করে তোলেন না, তাকে রচিত করে তোলার দায়িত্বও গ্রহণ করেন। গুণময় পদ যতক্ষণ না রচিত হয়ে ওঠে ততক্ষণ তাকে রীতি বলা যায় না। যেহেতু গুণের সঙ্গে পদগুলির রচিত হয়ে ওঠার কোনো সম্পর্ক নেই অথচ রীতির সঙ্গে তা আছে তাই রীতির স্থান অবশ্যই গুণের ঊর্ধ্বে।

বিশ্বের অনেক লেখকই রীতি বা স্টাইলের গুণে বিখ্যাত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর স্টাইলের জন্যে বিখ্যাত। কোন কোনো সংস্কৃত আলংকারিক দেশভেদে রীতির বৈচিত্র্যের কথা বলেছেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে ব্যক্তির সঙ্গে স্টাইল বা রীতির সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে—'style is the man'। তবে রীতিবাদে এসেই সংস্কৃত আলংকারিকেরা থেমে যাননি, কাব্যাত্মার সন্ধানে তাঁরা আরও বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন।

সংস্কৃত রীতিবাদ ও পাশ্চাত্য স্টাইল : তুলনামূলক বিচার

আচার্য বামনের রীতি বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথাটি অনিবার্য ভাবে মনে আসে, তা হল সংস্কৃত রীতি ও পাশ্চাত্য স্টাইল বিষয় হিসাবে এক কিনা। খুব হাল্‌কাভাবে দুটি শব্দকে গ্রহণ করলে উভয়ের মধ্যে একটি আপাত সংগতি আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু যদি স্টাইলের প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ করা যায়, তাহলে রীতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যটিই প্রতীয়মান হয়। আর তাই মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত যতই বলুন না কেন, 'রীতি হল পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। ....অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল স্টাইল' তখন সেই সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিতে পারি না। অতুলচন্দ্র গুপ্ত বারবার তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে স্টাইল ও রীতি শব্দ দুটিকে সমার্থ-বোধক করে তুলেছেন। যেমন পূর্বের উদ্ধৃতির মতই তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন, 'অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। ....স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়ব সংস্থান।' স্টাইল ও রীতিকে কখনই স্টাইল বা রীতি বলা যায় না। সামান্য একটি অব্যয়ের ব্যবহারভেদে স্টাইল ও রীতির পার্থক্যটিই মুছে যায়। 'বা' অব্যয়ের প্রয়োগে মনীষী সমালোচক সংস্কৃত 'রীতি' ও পাশ্চাত্য 'স্টাইল' এর পার্থক্য যতই মুছে দিতে চান না কেন, সেই পার্থক্য যে মোছা যায় না, তা স্টাইল কাকে বলে সেই আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি বলেছিলেন, '(Style) invented by the poet himself'। বুঁফো সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন, 'style is the man'। জার্মান দার্শনিক গ্যেটে 'একারম্যান' এর সঙ্গে সংলাপসূত্রে বলেছিলেন, লেখকের স্টাইল হল তাঁর আপন মনের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি; অতএব স্বচ্ছ রীতির লেখা যদি কেউ লিখতে চান, তাহলে আগে তিনি হোন স্পষ্ট ভাবনার ভাবুক। ওয়র্সফোল্ড-এর ভাষায় স্টাইল হল, 'that element of literary composition in which ..... the writer unconciously expresses his own temperament or circumstances.' বেন জনসন ভালো লেখার অন্যতম শর্ত হিসাবে লেখকের নিজস্ব স্টাইলের বিশেষ অনুশীলনের কথা বলেছিলেন। স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুর ভাবনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ কোন্ কথা কিভাবে লেখা উচিত তা বিষয়বস্তুর ভাবনা থেকেই লেখকের মনে জন্ম নেয়। তারপর আছে শব্দ নির্বাচন, রচনা-সৌষ্ঠবের দিকে নজর রেখে

Scanned with CamScanner

বস্তু, বাক্য ও শব্দের যথোচিত বিন্যাস। জনসনের মতে আন্তরিক পরিশ্রমের সঙ্গে ঘনঘন অভ্যাস ও অনুশীলন ছাড়া স্টাইল আয়ত্ত করা যায় না।উনিশ শতকের লেখক ওয়াল্টার পেটার স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, লেখকের লক্ষ্য যে পরিমাণে জগতের বস্তুসত্যের চেয়ে বস্তুর বোধসত্যের প্রকাশে ব্রতী হয়, লেখক সেই পরিমাণেই যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করেন। বোধসত্যের কথা বলতে গিয়ে পেটার নিশ্চিতভাবে ব্যক্তি-লেখক, তাঁর ভাবনা ও রচনাশৈলীকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে অনেক সময়েই স্টাইল কথাটির দ্বারা Composition বা শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি বিন্যাসের কায়দা বুঝিয়ে থাকে; কিন্তু সেই কায়দা আসলে লেখকেরই মনোভঙ্গি। যান্ত্রিকভাবে কতকগুলি বিধিমাত্র অনুসরণ করে যে লেখক তাঁর শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ সাজিয়ে সন্তুষ্ট হন, তিনি নিছক স্টাইলহীন Compsition-এর গণ্ডীতেই বন্দী থাকেন, কিন্তু যে মুহূর্তে সেখানে তাঁর স্বাধীন মনোভঙ্গির ছোঁয়া লাগে, সেই মুহূর্তেই লেখা স্টাইলের গুণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং এ কথা আমরা বলতেই পারি যে, রচনা বিশেষের স্টাইল হল লেখকের বোধসত্যের রঙ। লেখক যেখানে অনুপস্থিত সেখানে স্টাইলের কোনো মূল্যই নেই।

স্টাইল শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমালোচক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যবিচার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইংরেজিতে Style বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল লেখকের চিন্তার এক একটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। লেখকের যে বক্তব্য বিষয় তাহা তাঁহার অন্তর হইতে একটি বিশিষ্ট ক্রমে সজ্জিত হয় এবং সেই ক্রমের অনুকূলতায় তিনি শব্দ সঞ্চয় ও শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁহার সেই চিন্তাধারা তাঁহার সমগ্র পুরুষীয় স্বভাবের একটি ছাপ লইয়া আসে। তিনি যেভাবে উপমা আহরণ করেন, যেভাবে একটি শব্দের পর আর একটি শব্দ বসান, তাঁহার চিন্তার বিভিন্ন অংশগুলি যেভাবে সাজান, বক্তব্য অর্থকে যেভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, সেই সমস্তগুলি তাঁহার স্বচ্ছন্দবাহি চিন্তাধারার অঙ্গীভূত। চিন্তাধারার পার্থক্যই স্টাইলের পার্থক্য। ...ইংরেজিতে style একটি অন্তর্ব্যাপার, বহিরঙ্গ শব্দ বা বাক্যবিন্যাস সেই অন্তর্ধারার সূচক মাত্র।"

সংস্কৃত আলংকারিক বামন 'রীতি'র আলোচনা করতে গিয়ে সেটিকে কখনই লেখকের অন্তর্দেশের ব্যাপার বলে স্বীকার করেননি। বামন ও বামনপন্থী রীতিবাদীরা বিশ্বাস করতেন যে শব্দার্থময় সাহিত্যের শব্দ ও অর্থের বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্যই বাক্য বা বাক্যময় রচনা কাব্য হয়ে ওঠে। এই গুণগুলির অভাব ঘটলে কাব্যত্বের হানি ঘটে। পাশ্চাত্য স্টাইলের সঙ্গে যেমন লেখকের ব্যক্তিগত মনোভঙ্গির প্রসঙ্গটি খুব সুস্পষ্ট রূপে ঘোষিত হয়েছে বামন কিন্তু কাব্যে গুণযুক্ত পদবিন্যাসের সঙ্গে কবিস্বভাবের সম্পর্কটিকে মোটেই ততটা সুস্পষ্ট করতে পারেননি, বরং তাঁর আলোচনা থেকে এটাই মনে হয় 'রীতি'র সঙ্গে লেখকের মনের যেন কোন যোগই নেই। যদি আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এই এই গুণ থাকলে কাব্য হবে, আর এর অভাব ঘটলে কাব্য হবে না, তবে কাব্যবিচার নিতান্ত বহিরঙ্গের বিচার হয়ে দাঁড়ায়। লেখকের বোধসত্য ও মনোভঙ্গির প্রসঙ্গটি সেখানে ব্রাত্য হয়ে যায়। বোধ করি এই জন্যই ভামহ বামনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। ভামহ কাব্যবিচার করতে গিয়ে দোষ, গুণ, রীতি—এগুলিকে তেমন গ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে একটি নির্দিষ্ট রীতিতে লিখলে

Scanned with CamScanner

কাব্য হয়, অথচ অন্য রীতিতে লিখলে কাব্য হয় না, এটা কোনো কাজের কথা নয়। বামনের প্রতিপক্ষরা দোষ ও গুণের কাব্যের মধ্যে স্থান নেই, এমন কথা যদিও বলেননি, কিন্তু দোষ গুণের ওপর নির্ভর করে যে কাব্য বিচার চলে না তা স্বীকার করেছেন। বামন শোভা ও সৌন্দর্যকে কাব্যের প্রাণ বলে স্বীকার করলেও, এই শোভা-সৌন্দর্যকে একান্তভাবেই শব্দ ও অর্থগত মনে করেছিলেন। এই জন্য তাঁর কাব্যবিচার হয়ে উঠেছে একান্তভাবে objective বা বঙ্গিরঙ্গ বিচার। কিন্তু স্টাইলের আলোচনা যেহেতু লেখক ও তাঁর মনোভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছে তাই কাব্য বিচারও সেখানে Subjective বা অন্তরঙ্গ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

বামন রীতি ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অতি মূল্যবান কিছু কথা বললেও তিনি রীতিগুলিকে ভৌগোলিক গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং তদনুযায়ী নামকরণও করেছেন, যেমন বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী। ইংরেজি স্টাইলের আলোচনায় কিন্তু ভূগোল গুরুত্ব পায়নি, গুরুত্ব পেয়েছে লেখক বা লেখকের মন। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে রীতিগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখায় বামনের রীতিবাদ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

রীতিবাদ বর্তমানে একটি static conception কিন্তু স্টাইল হল Dynamic conception। বহুকাল পূর্বে সংস্কৃত আলংকারিকগণ রীতিবাদের আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেই আলোচনায় আর কোনো বিবর্তন চোখে পড়ে না। আজ সংস্কৃত মৃতভাষা বলে রীতির চর্চাও থেমে গেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে স্টাইল নিয়ে আজও ভাবনার শেষ নেই। পাশ্চাত্যে সাহিত্যের যত অগ্রগতি হচ্ছে সেই অনুযায়ী স্টাইলেরও আলোচনা হচ্ছে। স্টাইল যে ব্যক্তির প্রকাশ, সেই লেখক যে কালের, যে সমাজের, যে জাতির সেই সবের সঙ্গে যুক্ত করেই স্টাইলের বিচার চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশে সংস্কৃত আলংকারিকদের চিন্তাভাবনা বহু শতাব্দী পূর্বে শেষ হয়ে গেছে।

আলংকারিকদের ভাবনা শেষ হয়ে যেতে পারে, সংস্কৃত ভাষা মৃতভাষা হতে পারে, তবু ভারতবর্ষে একাধিক ভাষায় আজও নতুন নতুন সাহিত্য রচিত হয়ে চলেছে। এই সাহিত্যের সমাজ-পটভূমি, চিন্তাভাবনা, রচনাশৈলী সবই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আলাদা। তাই সংস্কৃত রীতিবাদের আদলে এগুলির বিচারও ঠিক নয়। আজ আমাদের কাছে সংস্কৃত রীতিবাদ নয়, অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক পাশ্চাত্য স্টাইল। কারণ স্টাইল লেখককে গুরুত্ব দেয়, যুগে যুগে কালে কালে সে লেখক যেমনই হোন না কেন।

Scanned with CamScanner